গল্পে আঁকা সীরাত

আবদুত তাওয়াব ইউসুফ

বাংলা রূপায়ণ

ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

মাকতাবাতুল হাসান

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০১২ ইং
দ্বিতীয় সংস্করণ : মে ২০১৭ ইং

গ্রন্থস্বত্ব : অনুবাদক কর্তৃক সংরক্ষিত

মাকতাবাতুল হাসানের পক্ষে প্রকাশক মো. রাকিবুল হাসান খান কর্তৃক প্রকাশিত ও
শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

প্রকাশক
মাকতাবাতুল হাসান

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
মাদানীনগর মাদরাসা রোড, চিটাগাং রোড
নারায়ণগঞ্জ ০১৬৭৫৩৯৯১১৯

বাংলাবাজার শাখা
ইসলামী টাওয়ার, (আন্ডারগ্রাউন্ড) বাংলাবাজার
ঢাকা ০১৭৮৭০০৭০৩০

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না

মূল্য : ৩৬০/- (তিন শত ষাট টাকা মাত্র)

Shishu Kishur Grontha : Golpe Anaka Sirat
By Abdut Tawab Yusuf, Translated by Yahya Yusuf Nadwi
Published by : Maktabatul Hasan, Bangladesh
E-mail : maktabatulhasan@gmail.com Facebook/maktabahasan
Price : 360.00 Taka only ISBN 984-70364-0006-7

লিখিত অনুমতি ব্যতিত এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

আলহামদু লিল্লাহ।
গল্পে আঁকা সীরাত-এর নতুন সংস্করণ
বের হচ্ছে মাকতাবাতুল হাসান থেকে।
অধীর পাঠকের অস্থিরতা আশা করি এখন দূর
হয়ে যাবে। অনেকদিন থেকেই শুনতে হচ্ছিলো
বন্ধুদের অভিযোগ-অনুযোগ।
অসংখ্য ফোন এসেছে। চাহিদা এসেছে।
আবেদন এসেছে। বার বার বলেছি,
শিগগির আসছে নতুন সংস্করণ। একটু অপেক্ষা।
কিন্তু এভাবে কতো আর বলা যায়!
এখন বেশ স্বস্তি অনুভব হচ্ছে।
মনের মধ্যে ছোট্ট একটা কালো আস্তরণ
জমে ছিলো প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিয়ে পূরণ করতে
না-পারার কারণে।
এখন এই কালো আস্তরণটা আর নেই।
মন থেকে মুছে গেছে। আলহামদু লিল্লাহ।
মাকতাবাতুল হাসানকে অসংখ্য ধন্যবাদ
বইটিকে নতুনরূপে প্রকাশ করার জন্যে।
এখন আশা করি আরো ব্যাপকভাবে
বইটি ছড়িয়ে পড়বে।
পৌঁছে যাবে সীরাত-বন্ধু শিশু-কিশোরদের
হাতে হাতে।

ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

সূচীপত্র

আমার পরিচয় / ০৫
আমি আবরাহার হাতি / ০৮
আমি মা হালিমার সেই বাহন / ২১
আমি কালো পাথর বলছি / ৩৪
একটি রাতের আত্মকাহিনী / ৪১
আমি এক থোকা আঙুর / ৪৯
আমি 'জামাল' বলছি / ৬২
আমি বোরাক বলছি / ৭৩
আমি সাপ / ৮২
আমি কবুতর বলছি / ৮৯
আমি ঘোড়া / ৯৬
আমি সেই বকরী / ১০৩
আমি 'কাসওয়া' / ১১০
আমি 'বদর' বলছি / ১২০
আমি ওহুদ পাহাড় / ১৩০
আমি একটি পাথরখণ্ড / ১৪১
আমি বকরী বলছি / ১৪৯
আমি সেই খেজুর গাছ / ১৫৭
আমি রিদওয়ান বৃক্ষ / ১৬৪
আমি স্বর্ণমুদ্রা বলছি / ১৭৩
আমি ইসলামের পতাকা / ১৮৪

উৎসর্গ

প্রিয় শিশু!
প্রিয় কিশোর!
প্রিয় নবীন!
জানি, তুমি গল্প-প্রেমিক!
আরো জানি,
পাশাপাশি তুমি ভীষণ অসহায়!
কেননা, বাঘ-ভল্লুক-শৃগাল-বিড়াল ও ভূত-পেত্নীর
জীবাণুযুক্ত গল্প-কাহিনী ছাড়া পড়ার মতো তেমন কিছুই
তোমার হাতের নাগালে পাচ্ছো না।
গঠনমুখী, জীবন-বদলানো শিশু-সাহিত্যের
অনুপস্থিতিতে এইসবই কিলবিল করছে তোমার
চারপাশে। কখনও 'বিষ' ঢেলে দিচ্ছে তোমার মাঝে!
তোমার অজান্তে।
তোমার অভিভাবকের অজান্তে।
না, এ জন্যে দায়ী তুমি না— দায়ী আমরা।
বন্ধু, এ দায়বোধ থেকেই **'গল্পে আঁকা সীরাত'** এর জন্ম।
তোমার জন্যেই এর জন্ম!
তোমার জন্যেই তা নিবেদিত।
এই যে শোনো, **'গল্পে আঁকা সীরাত'** তোমাকে ডাকছে!
এসো, হাতে তুলে নাও আদর করে।
বুকে চেপে ধরো কিছুক্ষণ, পড়ার আগে।
তারপর বলে ওঠো—
পেয়েছি!
এখন গল্পে গল্পে আমার নবীকে আমি ভালোবাসবো—
গভীর ভালোবাসা!

-ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

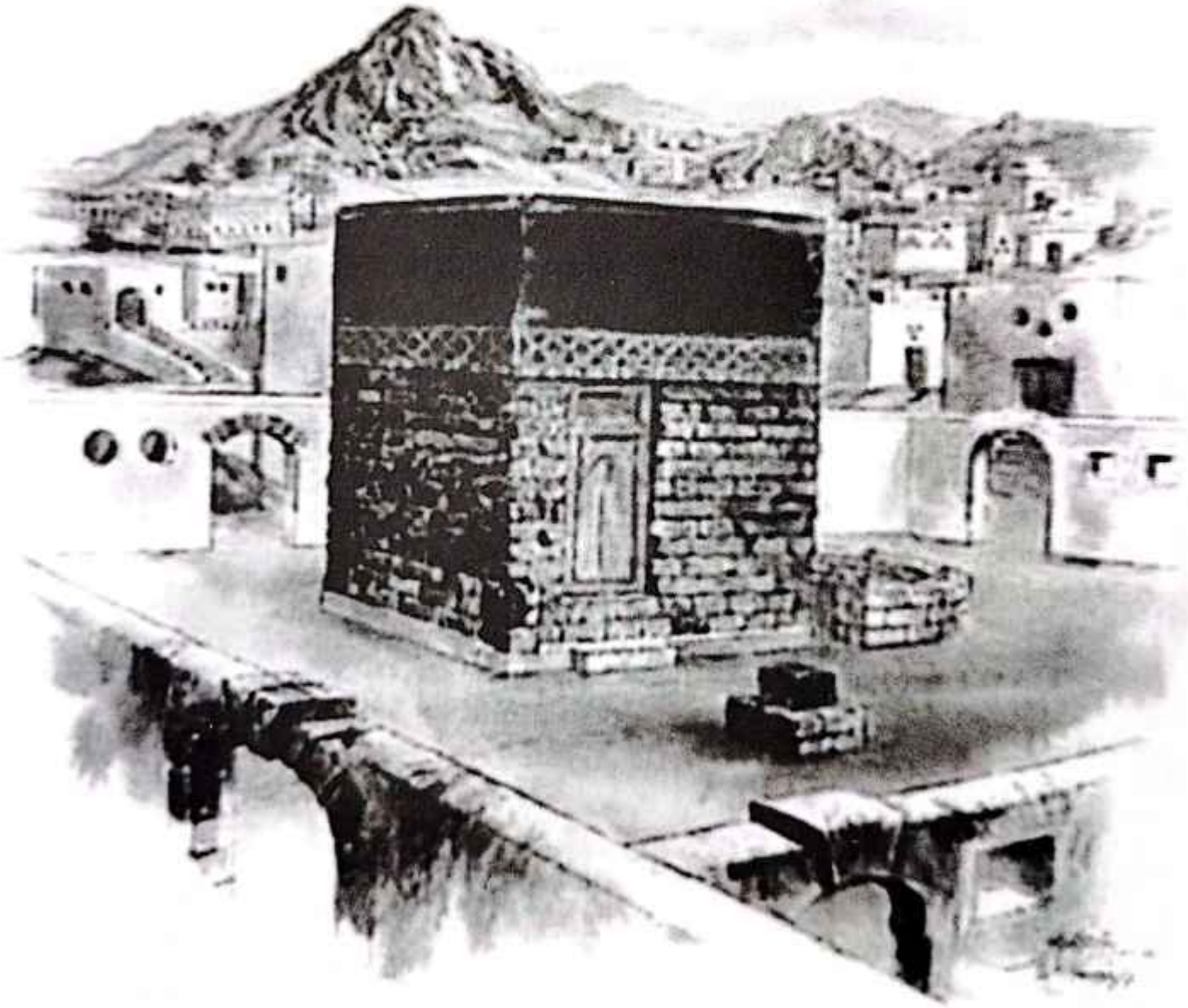

আমার পরিচয়

আমি একটি বই। বই হতে পেরে আমি খুশি, খু-উ-ব খুশি। আমার বিশ্বাস; এ পৃথিবীতে আমি দামী, অনে-ক দামী। আমার পাতাগুলো মূল্যবান, অনে-ক মূল্যবান। টাকা-পয়সা, সোনাদানা, রাজ-রাজড়াদের আলিশান বালাখানা এমনকি সারা পৃথিবীর রত্নভাণ্ডার থেকেও আমি অনে-ক দামী। বলতে পারো, কেনো আমি এতো দামী? কেনো আমার এতো মূল্য? সে কথা বলতেই তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি! শোনো, আমি মূল্যবান তিন কারণে—

এক.

আল্লাহ মানুষের হিদায়াতের জন্যে কী পাঠিয়েছেন? কিতাব—আসমানী কিতাব। যেমন তাওরাত একটি আসমানী কিতাব, ইঞ্জিল একটি আসমানী কিতাব, যাবুর একটি আসমানী কিতাব এবং আমাদের কুরআন একটি আসমানী কিতাব। সেই সব মহান আসমানী কিতাবকে যেমন 'কিতাব' বলা হয়, আমাকেও মানুষ 'কিতাব' বলে! আসমানী হওয়ার মহিমা আমার ভাগ্যে জোটে নি, কিন্তু নাম-অবয়বের এ-সাদৃশ্যটুকু তো জুটেছে! এ-ই বা কম কিসে? অন্য আমি ধন্য!

দুই.

দ্বিতীয় কারণ হলো, কুরআন নাযিল হয়েছে যাঁর প্রতি আমি রচিত সেই মহামানবকে নিয়ে, সেই আল-আমীনকে নিয়ে, মরু-মক্কার সেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে, আল্লাহ যাঁকে এ-পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন সবার হিদায়াতের জন্যে। সবাইকে সত্য ও কল্যাণের পথে এবং ভালোবাসা ও শান্তির পথে ডাকার

বিপুল আকর্ষণ! আমি আরো বিশ্বাস করি, এ-বই পড়লে প্রিয় নবীজীকে ওরা ভালোবাসবে— হৃদয়-মন উজাড় করে! বাসবেই!! আর এ ভালোবাসার 'সোনার তরীতে' চড়েই ওরা পার হয়ে যাবে এই দুনিয়ার জীবনের স-ব সাগর মহাসাগর— একেবারে নির্বিঘ্নে, নির্ঝঞ্ঝায়, হোক তা যতোই তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ ও ফেনিলোত্তাল। আর ওপারে, মানে আখেরাতে এ-ভালোবাসার 'বুরাকে' চড়েই দাঁড়াবে গিয়ে ওরা একেবারে হাউযে কাউসারের পাড়ে—প্রিয় নবীজীর কাছটি ঘেঁষে, তাঁকে ভালোবাসার অধিকার নিয়ে!! আহা! সে হবে কী মধুলগ্ন! হোক তা আমাদের সবার মধুস্বপ্ন!!

হ্যাঁ.. বিদায়ের আগে আরেকটা কথা না বললেই নয়! আমাকে আরবী রূপ দিয়েছেন আরব জাহানের ইসলামী শিশু-সাহিত্যের তারকা-লেখক আবদুত তাওয়াব ইউসুফ। আর বাংলা রূপ দিয়েছেন ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী। তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভীকে আলাদা করে আবারও ধন্যবাদ। কেননা বাংলাভাষীদের হাতে তিনিই আমাকে এই প্রথম তুলে দিয়েছেন। এ সুবাদে এখন কতো বন্ধু হবে আমার! আমার জন্য এ এক বিরাট সৌভাগ্য।

আরব বিশ্বে আমার বন্ধু সংখ্যা কতো, জানো? অনেক! সত্তর লাখ! অর্থাৎ সত্তর লাখ পাঠকবন্ধুর হাতে আমি পৌঁছে গেছি এখন পর্যন্ত!

এখন মনে হয়—আরো বেশি হবে এ সংখ্যা।

আশা করি, বাংলা ভাষার প্রিয় পাঠকরাও আমার বন্ধু হবে এখন একে একে, অনেক!

হে আল্লাহ! লেখক ও অনুবাদকের পরিশ্রম ও সাধনা তুমি কবুল করো, তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করো। আমীন!

এখন শুরু হয়ে যাক তাহলে—

উল্টাতে থাকো আমার পৃষ্ঠাগুলো, একের পর এক!

কুড়াতে থাকো ফুল—নবুওত উদ্যান থেকে, একের পর এক!

গাঁথতে থাকো মালা .. সাজাতে থাকো জীবন— আমার তোমার সবার, একের পর এক!

বিপুল আকর্ষণ! আমি আরো বিশ্বাস করি, এ-বই পড়লে প্রিয় নবীজীকে ওরা ভালোবাসবে— হৃদয়-মন উজাড় করে! বাসবেই!! আর এ ভালোবাসার 'সোনার তরীতে' চড়েই ওরা পার হয়ে যাবে এই দুনিয়ার জীবনের স-ব সাগর মহাসাগর— একেবারে নির্বিঘ্নে, নির্ঝঞ্ঝায়, হোক তা যতোই তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ ও ফেনিলোত্তাল। আর ওপারে, মানে আখেরাতে এ-ভালোবাসার 'বুরাকে' চড়েই দাঁড়াবে গিয়ে ওরা একেবারে হাউযে কাউসারের পাড়ে—প্রিয় নবীজীর কাছটি ঘেঁষে, তাঁকে ভালোবাসার অধিকার নিয়ে!! আহা! সে হবে কী মধুলগ্ন! হোক তা আমাদের সবার মধুস্বপ্ন!!

হ্যাঁ.. বিদায়ের আগে আরেকটা কথা না বললেই নয়! আমাকে আরবী রূপ দিয়েছেন আরব জাহানের ইসলামী শিশু-সাহিত্যের তারকা-লেখক আবদুত তাওয়াব ইউসুফ। আর বাংলা রূপ দিয়েছেন ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী। তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভীকে আলাদা করে আবারও ধন্যবাদ। কেননা বাংলাভাষীদের হাতে তিনিই আমাকে এই প্রথম তুলে দিয়েছেন। এ সুবাদে এখন কতো বন্ধু হবে আমার! আমার জন্য এ এক বিরাট সৌভাগ্য।

আরব বিশ্বে আমার বন্ধু সংখ্যা কতো, জানো? অনেক! সত্তর লাখ! অর্থাৎ সত্তর লাখ পাঠকবন্ধুর হাতে আমি পৌঁছে গেছি এখন পর্যন্ত!

এখন মনে হয়—আরো বেশি হবে এ সংখ্যা।

আশা করি, বাংলা ভাষার প্রিয় পাঠকরাও আমার বন্ধু হবে এখন একে একে, অনেক!

হে আল্লাহ! লেখক ও অনুবাদকের পরিশ্রম ও সাধনা তুমি কবুল করো, তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করো। আমীন!

এখন শুরু হয়ে যাক তাহলে—

উল্টাতে থাকো আমার পৃষ্ঠাগুলো, একের পর এক!

কুড়াতে থাকো ফুল—নবুওত উদ্যান থেকে, একের পর এক!

গাঁথতে থাকো মালা .. সাজাতে থাকো জীবন— আমার তোমার সবার, একের পর এক!

ওরা আমাকে ধরে ফেললো। আমার উপর কেনো ওদের বদ-নজর পড়লো, প্রথমে বুঝতে পারি নি। কিন্তু যখন বন্দির মতো ওরা আমাকে টানতে টানতে আবরাহার সামনে নিয়ে হাজির করলো, তখন আর বুঝতে বাকি রইলো না, ওরা আমার কাছে কী চায়। আমি বুঝে ফেললাম ওরা আমাকে 'বন্য-হাতি' থেকে 'সৈন্য-হাতি' বানাতে চায়। নিজের অজান্তেই আমার চোখ দু'টি ছলছল করে উঠলো! স্বাধীনতা হারানোর বেদনায় বুক ফেটে আমার কান্না আসতে চাইলো! হায়, এ কী হয়ে গেলো! আর কি ফিরে পাবো না অবাধ অরণ্য-স্বাধীনতা? বন-বনানী'র মুক্ত ঘোরাফেরা? বনের সবুজ কোলে .. তার শীতল ছায়ায় কী দারুণ ছিলো আমার জীবন। কিন্তু কয়েক মুহূর্তেই কী ঘটে গেলো। আমি ভাবতেও পারি নি, আমার জীবন হয়ে যাবে অমন আবদ্ধ। শুধু কি আবদ্ধ, একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় মাপা সৈনিক জীবন। একঘেয়ে। নিষ্ঠুর। আনন্দহীন। অপরের অধীন।

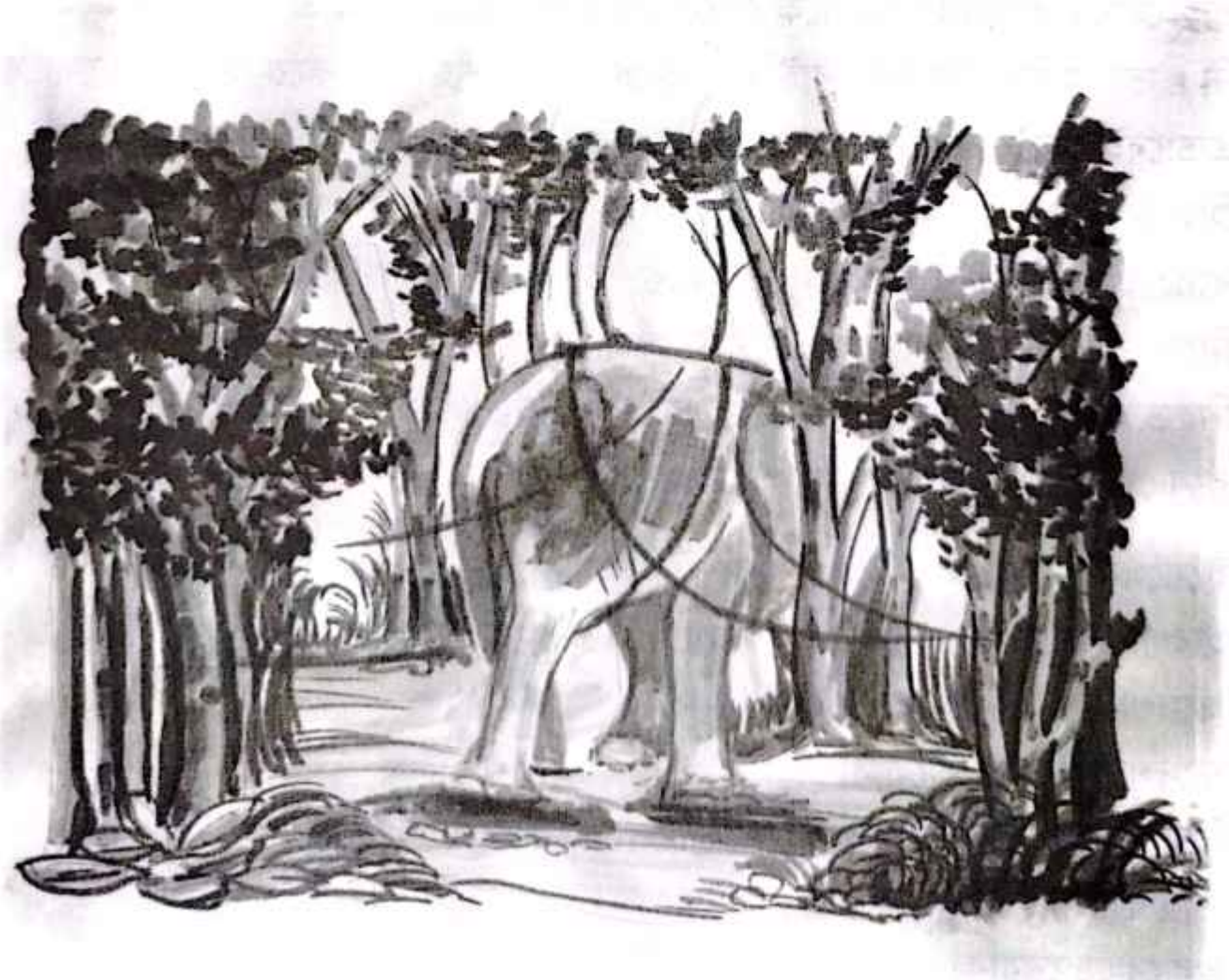

আমি আবরাহার বিশেষ হাতি—রাজকীয় হাতি। আমাকে সাধারণ কোনো কাজে ব্যবহার করা হতো না। আবরাহা ছিলো কা'বাঘরের দুশমন। সেই হৃদয়ের কা'বা থেকে মানুষকে ফেরাতে সে একটা উপাসনালয় নির্মাণ করছিলো, হাবশায় সে জন্যে পাথর কাঠ ইত্যাদি বোঝা বয়ে আনতে হতো দূরের পাহাড় থেকে। এ-কাজে ব্যবহৃত হতো একপাল হাতিই। কিন্তু একদিনের জন্যেও আমাকে ওদিকে 'ডাকা' হয় নি। ও-সব ছিলো ঐ সাধারণ হাতিদেরই কাজ। হঠাৎ করে উপাসনালয়-প্রসঙ্গটা টেনে আনলাম শুধু শুধু না, কারণ আছে। এ-উপাসনালয় নির্মাণের সাথে জড়িয়ে আছে আমার মূল কাহিনীর শিকড়। আরো খুলে বলি—

এ-উপাসনালয়টা তৈরি হচ্ছিলো বিশাল আকারে—কা'বা'র চেয়ে অনেক বড় করে। কিন্তু বদ নিয়তে। অর্থাৎ আবরাহার উদ্দেশ্য ছিলো বড়ো খারাপ। আগেই তোমাদেরকে বলেছি— মক্কার কা'বার প্রতি মানুষের হৃদয়টান দেখে তার মাথা নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। সুযোগ পেলেই মানুষ মক্কার কা'বা যিয়ারত করতে ছুটে যেতো।